দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ২০ APR 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জেএসসির নিবন্ধন পায়নি ঠাকুরগাঁওয়ের ১১৫ শিক্ষার্থী

■ ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সালন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ের বরখাস্তকৃত এক শিক্ষককে পুনরায় স্বপদে বহাল না করায় ১১৫ জন শিক্ষার্থীর জেএসসি'র পরীক্ষার নিবন্ধন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড। গত বুধবার শেষ দিনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্যাংক ড্রাফট ও নিবন্ধন ফরম নিয়ে শিক্ষা বোর্ডে গেলে বিদ্যালয় পরিদর্শক হাম্মাদুল বারী ঐ ব্যাংক ড্রাফট ও নিবন্ধন ফরম ফেরত দিয়ে নিবন্ধন আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। প্রধান শিক্ষক মকবুল আলম ফিরে এসে ঘটনা জানালে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীরা। তারা গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মিছিল নিয়ে শহরে এসে জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনে মানববন্ধন করে। পরে তারা জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি দেয়।

প্রধান শিক্ষক মকবুল আলম ও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নূরে আলম চৌধুরী জানান, ২০১০ সালের ১৯ জুলাই সাইফুল ইসলাম নামে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক ১০ম শ্রেণীর এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করার সময় ধরা পড়ে। কর্তৃপক্ষ তদন্ত শেষে ঐ শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করে। তদন্ত প্রতিবেদনসহ বিষয়টি দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডকে জানানো হলে বোর্ড দীর্ঘদিন পর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি উল্লেখ করে ঐ শিক্ষককে স্বপদে বহাল করার নির্দেশ দেয়। অন্যথায় কমিটি বাতিল করা হবে বলেও জানিয়ে দেয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রধান শিক্ষক জানান, বুধবার ছিল সালন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনের শেষ দিন। ১১৫ জন শিক্ষার্থীর নিবন্ধন ফি বাবদ ডিডি ও ফরম বোর্ডে জমা দিতে গেলে বিদ্যালয় পরিদর্শক হাম্মাদুল বারী ও উপ-পরিদর্শক রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য অভিযুক্ত সাইফুল ইসলামকে স্বপদে বহাল না করলে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন করা হবে না এবং তাদের জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না বলে প্রধান শিক্ষককে জানিয়ে দেন।

এ ব্যাপারে দিনাজপুর বোর্ডের বিদ্যালয় উপ-পরিদর্শক রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্যের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আপিল এন্ড আরবিট্রেশন খারিজ করে দিয়ে তাকে স্বপদে বহালের নির্দেশ দেয়। কিন্তু বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি তা আমলে নিচ্ছেন না। ঢাকায় অবস্থানরত বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া জানান, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি বোর্ডের নির্দেশ অমান্য করছে। তবে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন করা হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।